নারী, নাট্য ঃ গতি ও প্রকৃতি

বিপ্ব চক্রবর্তী

প্রাচীন যুগে নাট্য ছিল, কিন্তু নারী - নাট্য ছিল না। তবে সে নাট্যে প্রধান ভূমিকা ছিল নারীর। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় শরীরী ভাষায় মাধ্যমে নাট্য উপস্থাপনায় মেয়েদের ভূমিকাই ছিল প্রধান। মেয়েরা সেদিন যে নাট্যে অংশগ্রহণ করতেন তা ছিল এ শব্দহীন পাণ্ডুলিপি। পুনঃপুন অভিনয় আর উপস্থাপনার মধ্যে তা পরিশীলিত নাট্যের রূপ নিত। সেদিন নাট্যনির্মাণে নারীর ভূমিকা ছিল ভাষাহীন। মূকাভিনেতা রূপে অভিনয় রত নারীর বঞ্চিত হৃদয়েৰ অব্যক্ত বেদনা প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ভরে উঠত।

শুধু গ্রীক বা রোমান নাটকেই নয়, ভারতীয় নাটকের ইতিহাসেও তার অনেক প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। শূদ্রদের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে বসন্তসেনা তো এই রকমই নর্তকী অভিনেত্রী। নাটকটি যতটা চাদত্তের সৌভাগ্য লাভের কাহিনী, ততটাই বসন্তসেনার বঞ্চনা ও উপেক্ষার কাহিনী। বসন্ত সেনার মূক বেদনা এখানে অব্যক্তই থেকে গেছে।

মধ্যযুগীয় ভারতীয় নাট্যর ইতিহাসে শব্দহীন পাণ্ডুলিপির অনেক উদারহণ মেলে। অর্থাৎ এমন অনেক ভারতীয় নাটকের সন্ধান পাওয়া যায় যা প্রথমে ছিল নাট্য, পরে হয়েছে নাটক। যাঁরা নাটক লিখতেন তাঁরা মঞ্চের প্রয়োজন মেনে নাটক তৈরি করতেন তাঁরাড্রামাটিস্ট নন, প্লেরাইট। নাট্য নির্মিতি তাঁদের লক্ষ্য। কুটিয়াট্টম বা যক্ষগান প্রভৃতি যে সব নাট্যরীতি দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত ছিল, তার মূল প্রেরণা ছিল নাট্য নির্মির্তি নাটক লেখা নয়। প্রয়োজন অনুযায়ী অভিনেতা বা অভিনেত্রীর সংলাপ যোজনা করা হত সেই সবনাটকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনেই রচিত হয় 'সীতা স্বয়ম্বর'। বিষ্ণুদাস ভাবের লেখা এই প্রথম মারাঠি নাটকটির পাণ্ডুলিপিও তাই হারিয়ে গিয়েছে। লোকনাট্যর ক্ষেত্রে এমন উদাহরণের সংখ্যাই বেশি।

নাট্য নির্মিতিতে নারীর ভূমিকা ছিল, অথচ তাদের স্বীকৃতি ছিল না। নারীর প্রথম নাট্য সৃষ্টি তখন ছিল অনেক দূরের ব্যাপার।বঞ্চনা ছিল, বঞ্চিতের বুকে পুঞ্জিত অভিমানও ছিল। ছিল বঞ্চিতের প্রতিকার অভিযান। পরবর্তীকালে নারী - নাট্য তার অনেকটাই আদায় করেছে। অথবা করে চলেছে।

নারী - নাট্যের সঙ্গে নারীবাদের সম্বন্ধ সুগভীর। দশম শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্যের মহিলা কবি ও নাট্যকার হরোসউইথ ভন জান্ডারশেইম - এর লেখা যে সব নাটক পাওয়া গেছে তাতে নারীর স্বপক্ষে বলার মতো এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল। নাট্যকার অবশ্য নিজেকে শক্তিশালী কণ্ঠস্বরের প্রতিভূ মনে করতেন বলেই সম্ভবত তা নামের আদ্যক্ষর ঐ কণ্ঠস্বরের সমার্থক রূপে ব্যবহৃত।

জার্মানীর এই জান্ডারশেইম - এর লেখা নাটক ধরলে এই কবি - নাট্যকারকেই প্রথম মহিলা নাট্যকারের শিরোপা দেওয়া উচিত। দশম শতাব্দীর লেখা নাটকে ধর্মীয় তথা খ্রিস্টিয় বাতাবরণ থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। তথাপি নারী ও নারীর সৌন্দর্য বিষয়ে চিরাচরিত পিতৃতান্ত্রিক (?) মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়। অবশ্য যদি নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে তা অনুরূপ বিবেচিত হয় তবেই।

জান্ডারশেইম - এর 'দুলসিটিয়াস' বা 'ক্যালিমাকাস' নাটক দুটিতে নায়িকাদ্বয় তাদের স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করে প্রভুত্বকামী শক্তির কাছে মাথা নত করে না। সুন্দরী নারীর সৌন্দর্যই তার বিপদ ডেকে এনেছে। 'দুলসিটিয়াস' নাটকে গভর্নর

দুলসিটিয়াস জেলে বন্দি অবাধ্য সুন্দরীকে ধর্ষণ করতে উদ্যত। কিন্তু আক্রান্ত মেয়েরা নিজেদের ক্ষমতা ও পবিত্রতাকে আত্মরক্ষার এমন কবচ করে তোলে যেধর্ষণকারী বিভ্রান্ত ও পরাস্ত হয়। ফলে এই নাটকে সুন্দরী নায়িকা শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। বর্বর ও স্বৈরশাসক দুলসিটিয়াস তার মানবিক গুণের কাছে পরাজিত হয়। 'ক্যালিমাকাস' নাটকের নায়ক - নায়িকা প্রভু যীশুর কাছে ত্রান প্রার্থনা করলে একটা সাপের ছোবলে ক্যালিমাকাস মারা যায়, অবশ্য নায়িকারও ততক্ষণে মৃত্যু ঘটেছে। পরে দুজনেই পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে।

দশম শতাব্দীতে লেখা এই সব নাটক অভিনীত হয়েছিল কিনা জানা যায় না। এক নারী নাট্যকারের লেখা নাটকগুলো ষোড়শ শতকে লাতিন থেকে রোমান ভাষায় অনুদিত হয় এবং বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ত্রিস্টাবেল মার্সেল কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে ইংল্যান্ডেপ্রকাশিত হয়। আরো উল্লেখযোগ্য বিষয় হল জান্ডারশেইমে বিখ্যাত নাটক পাপনুশিয়াসের কাহিনী নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন ফরাসী সাহিত্যিক আন্দ্রে জিঁদ। আর জিঁদের কাহিনী পড়ে অনুপ্রাণিত হয়েছেন আধুনিক ভারতীয় লেখকরা। জিঁদের উপন্যাসের ভিত্তিতে অনুপ্রাণিত উপন্যাস লিখেছেন হিন্দিতে প্রেমচন্দ্র ও বাংলায় বনফুল। কাহিনী ও চরিত্র সবই এক, পটভূমি আলাদা।

জান্ডারশেইমকে প্রথম নারীবাদী নাট্যকার বলা যায় কিনা সেই বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে একজন মধ্যযুগীয় নাট্যকার রূপে তিনি যে মেয়েদের আত্মনিয়ন্ত্রনের কথা বলেছেন তাতে সন্দেহ নেই। নারী - নাট্যের প্রথম পদধবনি তার নাটকে শোনা গিয়েছিল। তবে তার 'পাপনুশিয়াস' নাটকের কাহিনী যেভাবে পরবর্তী কালের পুষ সাহিত্যিকদের অনুপ্রাণিত করেছে তাতে সমস্যাটির গুত্ব বোঝা যায়। থেইস - এর দেহব্যবসাকে কীভাবে আঁকা হয়েছে তা অবশ্য বিচার্য বিষয়। নর্তকী থেইসের চিত্তশুদ্ধি ও মুক্তিলাভ এবং পাপনুশিয়াসের পতন ও বিকৃতির কাহিনীও নারীবাদী দৃষ্টিতে তাৎপর্যপূর্ণ।

টি রোজগারের জন্য ইংল্যান্ডে যে মহিলা প্রথম নাটক লেখেন তার নাম অপহ্রা বেন্। প্রথম জীবনে বেন ছিলেন হল্যান্ডে কর্মরত ব্রিটিশ গুপ্তচর। যথেষ্ট রোজগার না হওয়ায় তিনি দেনা পরিশোধে অক্ষম হয়ে জেলে যান এবং দারিদ্র্যমোচনের জন্যই নাটক লিখতে শু করেন। ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে তার লেখা "The Forced Marriage" নাটকটি লন্ডনে অভিনীত হয়। কলমের জোরে মেয়েরা যে রোজগার করতে পারে তা বেন্ প্রথম প্রমান করেন। প্রায় ১৮টি নাটক লিখে এই বিধবা মহিলা নাট্য জগতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। একজন মহিলা নাট্যকার রূপে তিনি যত উপার্জন করেছেন ততটা খ্যাতি অবশ্য পাননি। 'দি টাউন ফপ' নাটকে বেশ্যালয় দৃশ্য বা অবৈধ প্রণয় কাহিনী সেকালের দর্শককে আনন্দ দিয়েছিল মাত্র। তবে একজন অবহেলিত নাট্যকার হলেও মহিলা নাট্যকার রূপে তিনি নারী - নাট্যের পথ প্রস্তুত করেন।

নাটকে মেয়েদের ভূমিকার প্রটি নিয়ে বিশেষভাবে নাড়াচাড়া শু হয়েছে বিশ শতকের শেষ ভাগে। মেয়েদের কীভাবে দেখানো হয়েছে নাটকের দৃশ্যে বা চরিত্রাঙ্কনে সেই ভাবনাটাই গুত্ব পেয়েছে। আনুষঙ্গিক কিছু কিছু প্রও উঠেছে। মেয়েদের ভূমিকায় মেয়েরাই সব সময় অভিনয় করত না ছেলেরাই বেশি অভিনয় করত। এটা প্রায় সব দেশেই ঘটেছে। শেক্সপীয়রের নাটকে ক্লিওপেট্রাবেশিপুষ চরিত্র নারী সুলভ কমনীয়তা প্রকাশে কতটা সক্ষম হত সে বিষয়ে প্র থেকেই যায়। শেক্সপীয়রের নাটকে পুষবেশি মেয়েদের ভূমিকা এলিজাবেথীয় যুগের নারী ভাবনার সঙ্গে জড়িত ছিল। কালের পটপরিবর্তনে মেয়েদের ভূমিকায় মেয়েদের অভিনয় এবং আত্মমর্যাদা ও টি জির টানে নাট্যজগতে মেয়েদের আরো বেশি আবির্ভাব ঘটতে লাগল। নারী - নাট্যের গতি বেড়ে চলল।

সামাজিক বঞ্চনার প্রেক্ষাপটে নারী - নাট্যের আগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল স্যাঁলো থিয়েটার। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে জার্মানীতে রহেল ওরহগেন এর স্যাঁলো থিয়েটার এ বিষয়ে উল্লেযোগ্য। প্রচলিত থিয়েটারের সঙ্গে স্যাঁলো থিয়েটারের অনেক পার্থক্য। এই থিয়েটারে অভিনয় করত মেয়েরা এবং দর্শকও ছিল মূলত মেয়েরাই। কোনও লিখিত নাটক অভিনীত হত না। নির্দিষ্ট কোনওপর্দা ঢাকা মঞ্চও ছিল না। আসলে ১৭৯০ সালে রহেল একটা ছোটখাটো অতিথিশালা চালাতেন। এখানে যে সব উৎপীড়িত ও অবহেলিত মেয়েরা আসত তাদের মনোরঞ্জনের জন্য বৈঠকখানার ঘরেই নাট্যভিনয়ের আসর বসত। দর্শকদের মধ্যে অনেক মেয়েই অভিনয়ে অংশ নিত। বিষয় ও সংলাপ নির্ধারনে সাহায্য করতেন রহেল স্বয়ং। এইভাবে একটা ছোটখাট প্রমিলা - নাট্যশালা গড়ে উঠেছিল সেকালের জার্মানীতে। অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি এই প্রথারহিত নাট্যশালা।

বিশ শতকের গোড়ায় ইংল্যান্ডে মিস হর্নিম্যান - এর নাট্য প্রচেষ্টার কথাও এ সঙ্গে স্মরণীয়। মিস হর্নিম্যান স্টেজম্যানেজ

ারেরকাজ করতেন। বার্নার্ড শ'র 'আর্মস্ অ্যান্ড দি ম্যান' ১৮৯৪ সালে তিনিই প্রথম প্রযোজনা করেন। ইয়েটস - এর সচিব রূপে কাজ করার সূত্রে আইরিশ নাট্য আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯০৩ সালে তিনি ডাবলিনে Abbey Theatre প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আর একটি সাহসী কাজ হল ম্যাঞ্চেস্টারে রেপার্টরি থিয়েটার কোম্পানী (Gaiety Theare) প্রতিষ্ঠা। ইংল্যান্ডে রেপার্টরি থিয়েটার মুভমেন্ট শু হয়েছিল মিস্ হর্নিম্যানের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফলে। প্রায় দু'শোটির মতো স্থ ানীয় নাট্যকারদের নতুন নাটক মঞ্চস্থ করা বড় সহজ ছিল না। সে কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সাহসের সঙ্গে মিস হর্নিম্যান সুস ম্পন্নকরেন। নারী - নাট্যের অগ্রগতিতে তাঁর অবদান স্বীকৃত হোক বা না হোক তাঁর থিয়েটার পরিচালনার দৃষ্টান্ত অনুসরণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। রহেল ওরহগেন মতোই মিস হর্নিম্যানের কৃতিত্বও অবদান তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। লক্ষ্য করার বিষয় হল এই সব মহিলারা নিজে নাটক লেখেননি ঠিকই, কিন্তু তাঁদের নাট্য পরিচালন প্রতিভা নারী - নাট্য প্রগতির পথকে প্রশস্ত করেছিল। তাই পরবর্তীকালের নাট্যোৎসাহীদের কাছে তাঁরা শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

নারী - নাট্যের অগ্রগতি ঘটেছে ধীরে ধীরে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। প্যারিসের মহিলা অ্যাক াদেমির কাজকর্মও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্যারিসে স্বেচ্ছা নির্বাসিত হয়েছিলেন আমেরিকার নাতালি বা বার্নে। তিনি মহিলা অ্যাকাদেমি পরিচালনা সূত্রেই নারী - নাট্যের নতুন মাত্রা এনে দেন। ১৯২২ সালে কলেটের 'লা ভাগাবন্ড' ন াটকটির অভিনয় হয় তাঁরই বাড়ির বাগানে। নিজে নাটক যেমন লিখেছেন, অভিনয় পরিচালনাও করেছেন। নারীর অ াত্মনিয়ন্ত্রণ তথা যৌন - স্বাধীনতার কথাটা তিনি জোর দিয়ে বলতে চেয়েছেন শিল্পী ও আর্টিস্ট রূপে ও নারীর স্বাতন্ত্রের কথ াটাও তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন। বার্নের নাটক তাঁর বাড়ির বাগানেই অভিনীত হত। মহিলা দর্শক ও মহিলা অভিনেত্রীরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকত। তাই বার্নের থিয়েটারকে বাগান থিয়েটার বলাহত।

যে মনোভাব ও প্রবণতা রহেল ওরহগেন বা নাতালি বার্নের থিয়েটারে লুকিয়ে ছিল, তা পরবর্তীকালের নারী - নাট্যে অ ারো প্রসারিত হয়েছে সামাজিক চেতনায়। গোষ্ঠীগত দায়িত্ববোধ ও সর্বোপরি নাট্য শিল্পের বিকাশ সাধনের চেষ্টা নারী - ন াট্যকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিদ্ধে প্রশ্ন তুলে স্বভাবতই তা নতুন দিগন্ত সন্ধান করেছে।

নারীবাদী সমালোচকদের মতভেদের কথাটাও উল্লেখ্য। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ পারিবারিক, সমাজসেবামূলক ধর্মীয় কাজকর্মে নারীকে পুষের কাছে দাবিয়ে রাখা হয়েছে বলে মনে করেন একদল সমালোচক। তাঁদের কাছে নারী - ন াট্যের প্রতিভার বিকাশের সহায়ক। অন্য দলের মতে শুধু নাট্যপ্রতিভার বিকাশ নয়, সামাজিক নির্যাতনের বিদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়াটাই নারী - নাট্যের প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত। বিশ শতকের ছয়ের দশকে আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের মুক্তি আন্দোলন সেই থিয়েটারের প্রতিবাদী স্বরকে আরো শক্তিশালী করেছিল।

নারী - নাট্য আন্দোলনের মাত্রা ও প্রকৃতি সবসময় এক থাকেনি। চরমপন্থীদের সঙ্গে বস্তুবাদীদের তফাৎটা সহজেই বোঝা যায়। বস্তুবাদীরা প্রয়োজন ও পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার উৎসাহী। চরমপন্থীরা পুষ সমাজের প্রতি বিতৃষ্ণা ও উষ্মা প্রকাশ করেন। উষ্মা এতটাই প্রবল যে 'উওম্যান' শব্দ থেকে 'ম্যান' অংশটুকু বাদ দিতে গিয়ে বিকৃত উচচারণ করা হয়। র‍্যাডিক্যাল ফেমিনিস্টি থিয়েটার পুষের লেখা নাটকের সম্পূর্ণ পরিবর্তনের পক্ষপাতী। ১৯৭৬ সালে মিনেসোটাতে ব্রেখ্টের 'একসেপশন অ্যান্ড দি ল' এই নারীবাদীদের দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে 'দি রেইপড' নামে মঞ্চস্থ হয়েছিল।

১৯৭৭ সালে সুজানে লেসি নারী ধর্ষণের বিদ্ধে সানফ্রানসিসকো শহরে এক গুচছ নাটক অভিনয় করেন। নাটকগুলি সবই ধর্ষিতা নারীদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত। সেখানে ছিল আর্ত মানবতার স্বর। র‍্যাডিক্যাল হওয়ার পরিবর্তে উপযোগব াদী চিন্তাচেততনাই এখানে প্রকাশ পেয়েছিল। অন্যদিকে র‍্যাডিক্যালরা মনে করে যে নারী - নাট্য নারী - সংস্কৃতির মতো পিতৃতান্ত্রিক চিন্তাচেতনা থেকেআলাদা হতে বাধ্য। পিতৃতান্ত্রিকতার পীড়ন ও অত্যাচার থেকে মুক্তির লক্ষ্যে আমেরিকায় চরমপন্থী নারী - নাট্য বিশিষ্ট রূপ পেয়েছিল।১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ইটস অলরাইট টু বি উম্যান থিয়েটার' - এর প্রতিষ্ঠা তারই কারণ ও উদাহরণ।

১৯৭০ সালের পরে নারী - নাট্য আন্দোলন গতি পেয়েছে। র‍্যাডিক্যাল ফেমিনিস্ট থিয়েটার তারই একটা দিক। অন্য দিকে নারীবাদের বহুমুখী দৃষ্টিকোণ ও ব্যাখ্যা তার ভিন্নতর দিক দিগন্তের আভাস দেয়। উদারপন্থী নারীবাদ, বস্তুবাদী ন ারীবাদ, সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ, স্বকামী নারীবাদ, চরমপন্থী নারীবাদ প্রভৃতি নানা দৃষ্টিকোণ ও মতবাদই তার অনিবার্য ফল। পৃথিবীর সব দেশে এই সব মতবাদ একসঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে বললে ভুল হবে। বরং এক এক দেশে পরিস্থিতি ভেদে ন

ারীবাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নারী - নাট্যের বিকাশ ঘটেছে। সব ক্ষেত্রে এই সব মতবাদের সমান ও সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটেছে এমনও নয়। অনেক ক্ষেত্রে যতটা উষ্মার প্রকাশ থাকে, ততটা বস্তুবাদী বিশ্লেষণ থাকে না। রাজনৈতিক চেতনা, শক্তি ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার অভাবও অনেক সময় চোখে পড়ে। এই সব কারণে নারী - নাট্যের ধারণা সব দেশে সমানভাবে বিকশিত হয়নি।

ভারতবর্ষে নারী - নাট্যের বিকাশ ঘটেছে। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তার অস্তিত্ব চিনে নেওয়া কঠিন নয়। প্রধানত প্রতিবাদী নারী কণ্ঠ রূপে তাকে চিহ্নিত করা যায়। নারী - নাট্য আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ঠিকই, কিন্তু ভিতরের সব দুর্বলতাকে মুছে ফেলা এখনো সম্ভব হয়নি। তাই ভারতীয় নারী - নাট্যে কখনো 'র‍্যাডিক্যাল' কখনো 'এসেনসিয়াল', কখনো আবার উভয়ের মিশ্রণ।

নারী - নাট্যের ধারণাটা আধুনিককালে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নাটক ও নাট্য আন্দোলনের মধ্যে তার প্রসার লক্ষ করা যায়। ভারতবর্ষে নারী আন্দোলন ক্রমশই ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতবর্ষেরও বিভিন্ন ভাষার ন াটকে আর্ত অথচ প্রতিবাদী নারীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

উনিশ শতকে সখীসমাজ বা সখীসমিতির নাট্যোৎসবের কথা শোনা যায়। সেখানে নারীর আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রবণতা ছিল অর্ধস্ফুট। বিশ শতকে দলিত নাট্য আন্দোলনের মধ্যে তার স্বরান্তর ঘটে গেছে বলা যায়। তবে ভারতীয় নারী - নাট্যের গতি ক্রমেই লক্ষ্যসন্ধানী হয়ে উঠেছে।

ভারতীয় লোকনাট্যের মধ্যে নারীবাদী চেতনার বিকাশ দেখা যায়। উত্তর ভারতের 'নৌটঙ্কী' লোকনাট্যে তার প্রমাণ মেলে। বিশ শতকের প্রথম দিকে 'লখ বন্‌জারা,' 'হীররাঞ্ঝা' প্রভৃতি নৌটঙ্কীতে নারী নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা রূপে চিহ্নিত। ভারতীয় ইতিহাস ও পুরাণে বীরাঙ্গনা নারীর যে ছবি আঁকা হয়েছে তা লোকচৈতন্যে মিশে থাকার ফলে লোকনাট্যে এই সব ইতিহ াস পুরাণের চরিত্রগত প্রতিফলন সম্ভব হয়েছে। ক্রমে তার সঙ্গে সমাজ চেতনা যুক্ত হয়ে নতুন রূপ ধরেছে। এই পুরাণ ইতিহাস ছাড়া সমকালীন ঘটনা, কাহিনী ও চরিত্র অনেক সময় লোকনাট্যের উপাদান হয়েছে। 'সুলতানা ডাকু', 'ফুলনদেবী' প্রভৃতি নৌটঙ্কী তার প্রমাণ। সামাজিক অন্যায়ের প্রতিরোধের প্রতীকী চরিত্র ফুলনদেবী নারী - নাট্যে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

ভারতীয় নারী - নাট্য এখনো পুরোপুরি স্বয়ম্ভর ও বিকশিত নয়। পুষ নাট্যকারের লেখা নাটকও পুরোপুরি অস্বীকৃত হয়নি। ফলে বিজয় তেণ্ডুলকরের 'শান্ততা', 'কোর্ট চালু আহে' বাংলায় অনূদিত ও অভিনীত হয়ে জনপ্রিয়তা পায়। আবার নীতিশ সেনের 'অপরাজিতা' একই শিরোনামে মারাঠিতে রোহিনী হত্তাঙ্গদী কর্তৃক উপস্থাপিত হয়েছে। নারী - নাট্যের ধারা প্রসা রিত হয়ে চলেছে। ওদেশে, এদেশে, সর্বত্র।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com